পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা ( সাঃ )
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ ( আঃ )

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক :
এ. এইচ. এম.
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ১৫শ সংখ্যা
২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৯০ বাংলা ॥ ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ ইং ॥ ৯ই রবিউল আওয়াল ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

# সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩৭শ বর্ষ
১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ ১৫শ সংখ্যা

পৃঃ

* তরজমাতুল কুরআন : সুরা আ'রাফ ( ৮ম পারা ৫ম রুকু ) — মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সানী ( রাঃ ) ১
অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

* হাদীস শরীফ : "হযরত খাতামান নবীঈন ( সাঃ ) এর শান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য" ( ৩ ) — অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার ৩

* অমৃত বাণী : — হযরত ইমাম মাহ্‌দী ( আঃ ) ৪
অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমূদ

* জুময়ার খোৎবা : — হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ ) ৫

* জুময়ার খোৎবা : — অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ ৭

* হুজুর (আইঃ)-এর ভাষণ : — হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ ) ১১
অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

* পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান (৬) : — মোহাম্মদ খলিলুর রহমান ১৫

* হুজুরের তাজা ইরশাদ : — অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ ১৮

* খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মতৎপরতা : ১৯

## শুভ বিবাহ

গত ২১শে অক্টোবর রোজ শুক্রবার তারুয়া আহ্‌মদীয়া মসজিদে ক্রোড়া নিবাসী মৌঃ হারুনুর রশিদ ভূইয়া সাহেবের ২য় পুত্র মৌঃ এহ্‌সানুর রহমান ভূইয়ার সহিত তারুয়া নিবাসী মৌঃ আব্দুর রাজ্জাক ( প্রাঃ প্রেসিডেন্ট ) সাহেবের নাতনী মরহুম বজলুর রহমান সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মৎ ইয়াসমিন ( রিকিন ) এর সহিত ৮০০১/- আট হাজার এক টাকা দেন মোহর ধার্য্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌঃ এ, কে, আনসারী, মোয়াল্লেম তারুয়া। উক্ত বিবাহ যেন উভয় পরিবারের জন্য বাবরকত ও কল্যাণময় হয় সেই জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

# আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৭ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং : ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৯০ বাংলা : ১৫ই ফাতাহ ১৩৬২ হিঃ শামসী

## সুর আ'রাফ

[ ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে ]

**অষ্টম পারা** **৫ম রুকু**

৪১। নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে এবং অহংকার করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, তাহাদের জন্য আকাশের দ্বার-সমূহ খোলা হইবে না এবং তাহারা জন্নাতে প্রবেশ করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সূঁচের ছিদ্র দিয়া উষ্ট্র পার হইয়া যায়, এবং আমরা এইরূপ অপরাধীগণকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

৪২। তাহাদের জন্য জাহান্নামের বিছানা হইবে এবং তাহাদের উপরে আচ্ছাদনও ( জাহান্নামের হইবে ), এবং আমরা এইভাবে জালেমদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

৪৩। এবং যাহারা ঈমান আনে নেক আমল করে ( তাহাদিগের স্মরণ রাখা উচিৎ যে ) আমরা কোন জানের উপর তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পন করি না, তাহারা তথায় চিরকাল বাস করিবে।

৪৪। এবং আমরা তাহাদের অন্তর হইতে ( তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধে ) বিদ্বেষের যাহা কিছু থাকিবে উহা দূর করিয়া দিব, নহর সমূহ তাহাদের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণে প্রবাহিত হইবে এবং তাহারা বলিবে, সকল প্রকার প্রশংসায় হকদার একমাত্র আল্লাহ্, যিঁনি আমাদিগকে এই ( জান্নাতের ) পথ দেখাইয়াছেন, যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে তাঁহার পথ না দেখাইতেন, তাহা হইলে আমরা কখনও ( ইহার ) পথ পাইতাম না। নিশ্চয় আমাদের রব্বের রসুলগণ হক লইয়া আসিয়াছিল, এবং তাহাদের নিকট ঘোষণা কর যে, ইহা সেই জান্নাত যাহার তোমাদিগকে ওয়ারিশ করা হইল, কারণ তোমরা নেক আমল করিতে।

৪৫। এবং জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবসীগণকে ডাকিয়া বলিবে, আমাদের রব্ব আমাদিগকে যে ওয়াদা দিয়াছিলেন, আমরা উহাকে সত্য পাইয়াছি সুতরাং তোমরাও কি তোমাদের

রব্ব যে ওয়াদা দিয়াছিলেন উহাকে সত্য পাইয়াছ? তাহারা উত্তরে বলিবে, হ্যাঁ, অতঃপর একজন ঘোষণাকী তাহাদের মধ্যে উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবে যে, জালেমদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।

৪৬। যাহারা (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে রুখিয়া রাখিত এবং সেই পথে বক্রতার অনুসন্ধান করিত, তদসঙ্গে তাহারা পরবর্তী কাল-(এর জীবন) কে অস্বীকার করিত।

৪৭। এবং উভয়ের মধ্যে এক আড়াল থাকিবে. এবং আ'রাফে কিছু সংখ্যক লোক থাকিবে, যাহারা সকলকে তাহাদের (চেহারার) চিহ্ন দেখিয়া চিনিয়া লইবে এবং তাহারা জান্নাতীগণকে ডাকিয়া বলিবে, 'তোমাদের উপর শান্তি হউক' যদিও তখন পর্যন্ত তাহারা (অর্থাৎ অভিনন্দিত জান্নাতীগণ) উহাতে প্রবিষ্ট হইবে না, কিন্তু উহাতে প্রবেশের আশা করিতে থাকিবে

৪৮। এবং যখন তাহাদের (অর্থাৎ জান্নাতীগণের) দৃষ্টি জাহান্নামীগণের প্রতি ফিরানো হইবে তখন তাহারা বলিবে, হে রব্ব! তুমি আমাদিগকে জালেম জাতির সঙ্গী করিও না।

(ক্রমশঃ) [ 'তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ ]

---

## হাদিস শরীফের অবশিষ্টাংশ (৩য় পৃষ্ঠার পর)

অতঃপর, তিনি একটি উচ্চ বৃক্ষের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, "এই বিরাট বৃক্ষের সামান মাল আমার নিকট থাকিলে তাহাও বিলাইয়া দিতে খুশি বোধ করিব এবং তোমরা কখনো আমাকে কৃপন, মিথ্যা ওজরকারী বা ক্ষুদ্র-মনা পাইবে না।" (বোখারী)

('হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ :—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

## অমৃত বাণীর অবশিষ্টাংশ (৪র্থ পাতার পর)

শিক্ষা দেয়, সেগুলি নিশ্চিয় ঐক্যের কল্যাণ হইতে মানুষকে বঞ্চিত রাখে। সেইজন্যই আল্লাহতায়ালা চাহিয়াছেন যাহাতে একজন নবী আসেন যিনি ঐক্যবদ্ধ জামাত গঠন করেন এবং আখলাক বা চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে চেনা-পরিচয়, সহানুভূতি এবং একাত্মতার সৃষ্টি করেন।" (মলফুজাত ৭ম খণ্ড পৃঃ ১৩)

"দ্বীন তো চায় পারস্পরিক সাহচর্য স্থাপন। যদি কাহারও উহাতে অনীহা ও বিমুখতা থাকে, তাহা হইলে সে দ্বীনদারী বা ধার্মীকতা অর্জনের কি আশা রাখিতে পারে? আমি তো বারবার বন্ধুগণকে উপদেশ দিয়াছি যে, তাঁহারা যেন বারবার এখানে (কেন্দ্রে) আসিতে থাকেন এবং ফায়দা লাভ করেন। যে সকল লোক এখানে আমার নিকট আসিয়া বেশী বেশী থাকেন না এবং যে সকল কথা আল্লাহতায়ালা দৈনিক তাঁহার সেলসেলার সাহায্য ও সমর্থনে প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা শোনেন না এবং দেখেন না—আমি তাহাদের সম্বন্ধে বলিব যে, যথোপযুক্ত রূপে তাহারা ইহার মর্যাদা উপলব্ধি করেন নাই।"

(আল হাকাম, ১৭ই সেপ্টেম্বর ৯০ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** (সদর মুরুব্বী)

# হাদিস শরীফ

## হযরত খাতামান নবীঈন (সাঃ)-এর শান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫। হযরত আয়েশা রাজি আল্লাহুতায়ালা আনহা বর্ণনা করেন: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিছানা চামড়ার ছিল। উহার মধ্যে খেজুরের নরম ছোবড়া ভরা ছিল। (বোখারী)

৬। হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেন: একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) আমাদিগকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খদ্দরের মোটা চাদর ও তহবন দেখাইয়া বলিলেন: হুজুর ওফাতের সময় এই দুই কাপড় পরিহিত ছিলেন।" (বোখারী)

৭। আস্ওয়াদ বিন য়্যাজিদ বর্ণনা করেন: আমি এক দিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি আল্লাহু আন্হাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গৃহে কি করিতেন?" হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, "তিনি গৃহবাসীকে কাজ কর্মে সহায্য করিতেন এবং নামাজের সময় নামাজের জন্য বাহিরে যাইতেন।" (বোখারী)

৮। হযরত আয়েশা রাজি আল্লাহু আন্হা বর্ণনা করেন: রমজানের শেষ ১০ দিন উপস্থিত হইলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা রাত্রিকে সজীব রাখিতেন। (অর্থাৎ, তিনি স্বয়ং জাগ্রত থাকিতেন) এবং পরিজনকেও জাগ্রত রাখিতেন। তিনি একান্ত সাধনায় লাগিয়া যাইতেন এবং কোমর বাঁধিয়া লইতেন। (বোখারী)

৯। হযরত ইব্নে আব্বাস রাজি আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিতেছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সকল লোকের চেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন এবং রমজানে যখন জিব্রাইল (আঃ) তাঁহার নিকট কুরআন করীমের পাঠ শুনিতে আসিতেন, তখন তিনি পূর্বাপেক্ষাও অধিক বদান্যতা প্রকাশ করিতেন। বরং এইভাবে বলা যাইতে পারে যে, তিনি হিত সাধনে এবং বদান্যতায় মুষলধারে বৃষ্টি ও তৎসহ সতেজ বায়ু প্রবাহকেও ছাড়াইয়া যাইতেন। (বোখারী)

১০। হযরত জুবায়ের বিন্ মুৎয়াম্ (রাঃ) বলেন যে, হুনায়নের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমনের সময় এক স্থানে কতকগুলি অসভ্য গ্রামবাসী তাঁহার (সাঃ) পিছনে লাগিয়া গেল। তাহারা অত্যন্ত পীড়া-পীড়ি করিয়া ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। যখন তিনি (সাঃ) তাহাদিগকে দেওয়া আরম্ভ করিলেন, তখন তাহারা এত ভিড় করিল যে তিনি (সাঃ) এক বৃক্ষের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। একজন তাঁহার চাদর টানিয়া নিল। তিনি (সাঃ) বলিলেন, "আমার চাদর আমাকে দাও।" (বোখারী)

(অবশিষ্টাংশ ২-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

# অমৃত বাণী

## সদাত্মাগণের সাহচর্য

"কুরআন শরীফে আসিয়াছে : "কাদ আফ্‌লাহা মান যাক্কাহা" অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও সমুজ্জল করিয়াছে সে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ ও সফলতা লাভ করিবে।' তায্‌কিয়ায়ে-নফস বা আত্মশুদ্ধির জন্য সালেহ বান্দাগণের সংসর্গ এবং সৎব্যক্তিদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত উপকারী।" ( মলফুজাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩ )

'ইসলাহে-নফস' বা আত্মশুদ্ধির জন্য একটি পথ আল্লাহ-তায়ালা বলিয়াছেন এই যে, "কূনু মায়াস্ সাদেকীন" অর্থাৎ, যে সকল লোক কথায় ও কাজে এবং আত্মিক ও ব্যবহারিক সকল অবস্থায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের সাহচর্যে থাক।" ইহার পূর্বে বলিয়াছেন : "ইয়া আইহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা" —অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র তকওয়া অবলম্বন কর।" এতদ্বারা এই বুঝায় যে সর্ব প্রথম ঈমান থাকিতে হইবে, অতঃপর সুন্নত অনুযায়ী গোনাহ্‌র ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবে এবং সত্যবাদীগণের সংসর্গে থাকিবে। সংসর্গের প্রভাব অনেক বেশী হইয়া থাকে, যাহা আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় অজ্ঞাতভাবে সংঘটিত হইতে থাকে।" ( মলফুজাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৭৪ )

"যে তৃতীয় বিষয়টি কুরআন করীম হইতে প্রমাণিত, তাহা হইল সত্যপরায়ণগণের সংসর্গ লাভ। সুতরাং আল্লাহতায়ালা বলেন : "কূনু মায়াস্-সাদেকীন"—অর্থাৎ, সত্যপরায়ণদের সঙ্গে থাক। সাদেকীনের সংসর্গে এক বিশেষ প্রভাব নিহিত আছে। তাঁহাদের জ্যোতি, সততা ও সাধুতা এবং ধৈর্য ও স্থৈর্য অন্যান্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং মানুষের দুর্বলতাসমূহ দূরীকরণে সহায়ক হয়।" ( মলফুজাত, ৭ম খণ্ড পৃঃ ২৫৯ )

"নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতালাভের একটি বড় উপায় হইল সালেহ ও নেকবান্দাদের সংস্পর্শে থাকা। এই বিষয়ের দিকেই ইশারা করিয়া আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন : "কূনু মায়াস্-সাদেকীন" অর্থাৎ, তোমরা খোদাতায়ালার সৎ ও সত্যবাদী ব্যক্তিদের সংসর্গ লাভ কর, যাহাতে তাঁহাদের সাধুতার আলোকমালা হইতে তোমরাও অংশ লাভ করিতে পার। যে সকল ধর্ম অনৈক্য ও প্রভেদ পছন্দ করে এবং পরস্পর হইতে পৃথক থাকার

( অবশিষ্টাংশ ২-এর পাতায় দেখুন )

# জুমুয়ার খোৎবা

## সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ )

### আল্লাহতায়ালার ফজল ও তাঁহার দেওয়া তওফিক অনুযায়ী আজ আমি তাহ্রীকে-জদীদের নববর্ষ ঘোষণা করিতেছি।

**বিগত বৎসর তাহরীকে-জদীদে পাকিস্তান এবং অন্যান্য সকল দেশের সমষ্টিগত চাঁদা ছিল ৩২ লক্ষ রুপিয়া। আর এবৎসর উহার পরিমাণ ৮৩ লক্ষে উন্নীত হইয়াছে অর্থাৎ মাত্র এক বৎসরেই আল্লাহ-তায়ালার ফজলে ৫১ লক্ষ রুপিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এবং আশা আছে যে, আগামী বৎসর এই চাঁদার পরিমাণ সমষ্টিগতভাবে এক কোটিতে উপনীত হইবে।**

রাবওয়া ( মসজিদে-আকসা ) ঃ ২৮শে অক্টোবর ১৯৮৩ইং জুমুয়ার খোৎবা প্রদান করতঃ সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রা'বে ( আইঃ ) তাহ্রীকে-জদীদের নববর্ষ ঘোষণা করেন। তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন ঃ "আজ আমি আল্লাহ্তায়ালার ফজল এবং তাঁহার দেওয়া তওফিক অনুযায়ী তাহ্রীকে-জদীদের নববর্ষের ঘোষণা করিতেছি।

হুজুর বলেন, তাহরীকে-জদীদের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য প্রতিটি দেশে অসাধারণ উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে উসল প্রাপ্ত চাঁদার হিসাব ও পরিসংখ্যান দেখিয়া আল্লাহ্তায়ালার হামদ ও প্রশংসায় দেল্ ভরিয়া যায়।

হুজুর বলেন, আঞ্জুমান তাহরীক-জদীদকে দেশের ( পাকিস্তান ) অভ্যন্তরে তাহরীক-জদীদের ওয়াদার লক্ষ্যমাত্রা চব্বিশ লক্ষকে বাড়াইয়া ত্রিশ লক্ষে পৌঁছানোর জন্য বলা হইয়াছিল। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার ফজলে ত্রিশ লক্ষের উপরে ওয়াদা আসিয়া পৌঁছায়। বিগত বৎসরের তুলনায় আজকের তারিখ ( ২৮শে অক্টোবর ) পর্যন্ত উসলীও অনেক বেশী আছে। আশা করা যায়, বাজেট শুধু পূর্ণই হইবে না বরং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাড়াইয়া যাইবে, ইনশাআল্লাহ্।

হুজুর বলেন, দ্বিতীয় তাহরীক আমি করিয়াছিলাম এই যে, চাঁদাদাতাদের সংখ্যা বাড়ানো হউক। এই কাজের ভার ন্যাস্ত করা হইয়াছিল লাজনার উপরে। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার ফজলে লাজনার প্রচেষ্টায় এ বৎসর তাহরীকে-জদীদে বার হাজার নতুন চাঁদাদাতার নাম সংযোজিত হইয়াছে। লাজনা ইমাউল্লাহ বড়ই হিম্মতের সহিত কাজ করিয়াছে এবং মালী কুরবানী

দানকারীদের ফৌজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাইয়াছে।

হুজুর বলেন, তাহরীকে-জদীদের 'দফতরে আওয়াল'-এর ওফাতপ্রাপ্ত বুজুর্গানের চাঁদার খাতা পুনর্জীবিত করার জন্য তাহরীক করা হইয়াছিল। সুতরাং দুইশত জন ওফাতপ্রাপ্ত বুজুর্গানের চাঁদা পুনরায় তাঁহাদের ওয়ারিশগণ দিতে শুরু করিয়াছেন। হুজুর উক্ত তাহরীকটিকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য পুনঃ তাহরীক করেন।

পাকিস্তান ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য দেশে তাহরীকে-জদীদের চাঁদার সম্বন্ধে হুজুর বলেন, আমার অনুমান ছিল এই যে, যথোচিত প্রচেষ্টায় এই চাঁদা চার-পাঁচ গুণ বাড়ান যাইতে পারে। ঐ সময় ( তথা বিগত বৎসর ) এই চাঁদা ১১ লক্ষ টাকা ( রুপিয়া ) ছিল। আমি তাহরিক করিলাম, তারপরেই আল্লাহতায়ালা কল্পনাতীত ফজল নাজেল করিলেন এবং এই চাঁদা ১১ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ৫৩ লক্ষ ষাট হাজারে উপনীত হইল। ( আল-হামদুলিল্লাহ )। হুজুর বলেন, ইহা হইল ওয়াদা সমূহের পরিমাণ ; যথাসম্ভব উসলী উহারও উপরে চলিয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে হুজুর প্রতিটি দেশের নাম লইয়া সেই দেশে তাহরীকে-জদীদের চাঁদা সেখানে কত গুণ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা বর্ণনা করেন। পূর্বে তাহরীকে-জদীদে পাকিস্তান ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য দেশের দুই হাজারের উপর চাঁদাতাদা ছিলেন। এখন ঐ সংখ্যা আল্লাহতায়ালার ফজলে ১৩ হাজারের অধিক দাঁড়াইয়াছে। হুজুর বলেন, ইহা কেবল আল্লাহতায়ালার ফজলেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। জামাত কুরবানীর যে নতুন যুগাবর্তে প্রবেশ করিতেছে—ইহার দ্বারা প্রতিভাত হয় এই যে আল্লাহতায়ালা জামাত আহমদীয়ার দ্বারা সারা বিশ্বে ইসলামের তবলীগ ও প্রচারে বিরাট ও ব্যাপকতর খেদমত সমূহ গ্রহণ করিতে যাইতেছেন।

হুজুর বলেন, জামাতের কদম কুরবানী ও কামিয়াবী—উভয় দিক হইতে আল্লাহতায়ালার ফজলে পূর্বের তুলনায় বহু গুণ অগ্রসর হইয়াছে এবং দ্রুত অগ্রসরমান হইয়া চলিয়াছে—এই জোশ ও উদ্দীপনা লইয়া জামাত ইহার প্রতিষ্ঠার নব শতাব্দীতে প্রবেশ করিতে যাইতেছে। হুজুর তাহরীকে জদীদের ১৯ দফা কর্মসূচীর কথাও উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সেগুলিতেও আমাদের সদাসর্বদা উন্নতি ঘটাইয়া অগ্রসরমান হইতে হইবে।

একই দিন বেলা তৃপহরে হুজুর ( আইঃ ) কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর ২৬ তম ইজতেমার উদ্বোধন করিতে গিয়া ইহাও বলেন যে, আজ জুময়ার খোৎবায় আমি তাহরীকে-জদীদের নববর্ষের ঘোষণা করিয়াছি। উহাতে একটি জরুরী কথা বর্ণনা করিতে বাদ পড়িয়াছে। তাহা এই যে, বিগত বৎসর তাহরীকে-জদীদে পাকিস্তান এবং অন্যান্য সকল দেশের সমষ্টিগত চাঁদা ছিল ৩২ লক্ষ রুপিয়া। আর এবৎসর উহার পরিমাণ বর্ধিত হইয়া ৮৩ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ মাত্র এক বৎসরেই আল্লাহতায়ালার ফজলে ৫১ লক্ষ রুপিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আশা এই যে, আগামী বৎসর হইতে এই চাঁদার পরিমাণ সমষ্টিগত-ভাবে বৃদ্ধিলাভ করিয়া এক কোটিতে উপনীত হইবে এবং ১৯৮৪ সন হইতে প্রথম বারের মত তাহরীকে-জদীদের চাঁদা লক্ষের কোঠা ছাড়িয়া কোটির কোঠায় গিয়া প্রবেশ করিবে, ইনশাআল্লাহ। ( আল-ফজল, ১৫ই নভেম্বর ১৯৮৩ইং )

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

# জুমুয়ার খোৎবা

## সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ )

## জামাতের গরীব-অভাবীদের জন্য গৃহনির্মাণকল্পে 'বইউতুল-হাম্‌দ' পরিকল্পনাধীন এক কোটি টাকার মালি কুরবানী পেশ করার তাহ্‌রীক

**গরীবদের জন্য এক কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে গৃহ নির্মাণের কল্যাণময় তাহ্‌রীক।**

**"খোদা করুন জামাত আহমদীয়া যেন খেদমতে-খাল্‌ক তথা জন-সেবার ময়দানে নবী করীম ( সাঃ ) এর পতাকা সর্বাপেক্ষা উপরে স্থাপনকারী সাব্যস্ত হয়।**

**আমার অন্তরে আল্লাহতায়ালা উক্ত পরিকল্পনা রূপায়ন ও বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত জোশ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছেন।" – হুজুর ( আইঃ )**

রাবওয়া, ১১ই নবুওত/নভেম্বর '৮৩ইং – সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ ) গরীবদের জন্য গৃহ নির্মাণের স্কীম অর্থাৎ 'বইউতুল-হাম্‌দ মনসুবা'-এর অধীনে জামাতের বন্ধুদিগকে আল্লাহতায়ালার পথে এক কোটি টাকা ( রুপিয়া )-এর কুরবানী পেশ করার জন্য তাহরীক করিয়াছেন। হুজুর আজ এখানে মসজিদে আকসায় জুময়ার নামাযের পূর্বে খোৎবা ইরশাদ করতঃ উক্ত স্কীমের বিস্তারিত বর্ণনা দান সহ ৪র্থ খেলাফৎকালের এই গুরুত্বপূর্ণ তাহ্‌রীকটির নুতন অধ্যায় উন্মোচন করিয়া বলেন যে, আল্লাহতায়ালা আমার হৃদয়ে মানবজাতির প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি সম্পর্কিত এই পরিকল্পনাটির জন্য অগাধ ও অদম্য জোশ সঞ্চার করিয়াছেন। আমি চাই, জামাত আহমদীয়া যেন মানবজাতির প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে এরূপ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণকারী সাব্যস্ত হয় যাহার ফলে উহা দুনিয়ার সকল জামাত বা দলকে অতিক্রম করিয়া যায়। আল্লাহতায়ালা তাঁহার অপার ফজল ও করমে আমাদিগকে ইহার তওফিক দিন।

তাশাহুদ, তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর ( আইঃ ) বলেন, আল্লাহতায়ালা সকল ধর্মের শিক্ষামালার সারসংক্ষেপ হিসাবে দুইটি বিষয়ই নির্ধারণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ আল্লাহ-তায়ালার ইবাদত, দ্বিতীয়তঃ মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি। সুতরাং এই শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত বৎসর যখন স্পেনে পাঁচশত বৎসর কালীন হৃদয়বিদারক বিরতি ও স্তব্ধতার পর জামাত আহমদীয়া সেখানে প্রথম মসজিদ ( আল্লাহর গৃহ ) নির্মাণোত্তর উদ্বোধন করার সৌভাগ্য-

লাভে ভূষিত হইল, তখন উহার শোকরানা বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ আমি "বইউতুল হাম্‌দ" পরিকল্পনা জারি করি, যাহাতে আমরা আল্লাহতায়ালার ইবাদতের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশাসনের উভয় শাখা আমলীভাবে পূরণ করিতে পারি। এবার যখন আল্লাহতায়ালা অষ্ট্রেলিয়ায় 'মসজিদ বাইতুল-হুদা'-এর ভিত্তি স্থাপনের তওফিক দান করিয়াছেন তখন আমি উক্ত তাহ্‌রীকটি নব পর্যায়ে ঘোষণা করিতে চাই।

আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতি বৎসরই মসজিদসমূহ নির্মাণের তওফিক দিতে থাকিবেন এবং আল্লাহর ইবাদতকারীরাও দৈনন্দিন বাড়িয়া যাইতে থাকিবে। সেইজন্য অত্যাবশ্যক যে, ইহার পাশাপাশি দ্বিতীয় অংশটি অর্থাৎ মানবীয় সহানুভূতি প্রদর্শনের হক্‌ ও কর্তব্যও যেন আদায় হইতে থাকে। মসজিদ সমূহ নির্মাণের পরিকল্পনার সহিত "বইউতুল-হামদ' সংক্রান্ত পরিকল্পনাটির সংযোজনের দ্বারা মানবজাতির প্রতি সহানুভূতির দিকটিও পূর্ণতা লাভ করিবে।

হুজুর (আইঃ) বলেন, সত্যের প্রচার ও প্রসার প্রসঙ্গে আমাদের উপর অন্যান্য দায়িত্বাবলী এত অধিক যে আমরা আমাদের আকাঙ্খা অনুযায়ী গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ততটা অর্থ ব্যয় করিতে পারি না যতটা ব্যয় করার আকাঙ্খা আমরা পোষণ করিয়া থাকি। আমার মনোবাঞ্ছা ইহাই যে, বিশ্বব্যাপী গরীবদের প্রতি সর্বাপেক্ষা সহানুভূতি প্রদর্শনকারী জামাত যেন আহমদীয়া জামাতই হয়। ইহার জন্য আল্লাহতায়ালা আমার হৃদয়ে অত্যধিক জোশ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি চাই, এই দিক হইতেও জামাত আহমদীয়া যেন সমগ্র বিশ্বের উপর ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকারী জামাত সাব্যস্ত হয়।

হুজুর (আইঃ) বিগত বৎসর ঘোষণাকৃত 'বইউতুল-হামদ' পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যদিও বিগত বৎসরটিতে ইহার উপর বিশেষ কোন জোর দেওয়া হয় নাই তথাপি জামাত এই তাহরীকে ১৪ লক্ষেরও বেশী টাকার কোরবানী পেশ করিয়াছে। উক্ত টাকা হইতে ৪২টি অভাবী পরিবারের উপর আড়াই লক্ষেরও বেশী টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে এরূপ অভাবী পরিবারদের সাহায্য দানই শামিল ছিল যাহাদের গৃহ থাকিলেও সেগুলি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল এবং তাহারা তৎক্ষণিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন। কিন্তু যে আসল কাজ পরিকল্পনাধীন রহিয়াছে তাহা হইল ব্যাপক আকারে গৃহ নির্মাণ, যাহাতে গৃহ নির্মাণে অসমর্থ অভাবী লোকদিগকে উপস্থিত তৈরী গৃহ দান করা যায়। ইহার জন্য জামাতের আর্কিটেক্টগণ সুপরিকল্পিতরূপে কম খরচে নির্মাণ উপযোগী গৃহাবলীর নকশা প্রস্তাব হিসাবে পেশ করিয়াছেন, যেগুলি বিবেচনাধীন রহিয়াছে। তদনুযায়ী নির্মাণকার্য আরম্ভ করা হইবে। জমিও লওয়া হইবে এবং এরূপ কোলনী সমূহও স্থাপনের ইচ্ছা আছে, যেখানে এরূপ গরীব অভাবীদিগকে যেন পুনর্বাসিত করা হয়, যাহারা জামাতী খেদম তপালনের বৈশিষ্ট্যেরও অধিকারী।

হুজুর বলেন, যদিও খেদমতে-খাল্‌কের ক্ষেত্রে কাহারও তাকওয়া দেখার শর্ত নাই, তথাপি যেহেতু এখনও খেদমতে-খাল্‌কের পরিসর সীমিত থাকিবে এবং মরকজের সম্মান ও মর্যাদার

পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক বিষয় ও চাহিদার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সেজন্য আপাততঃ উল্লিখিত লোকদের ক্ষেত্রে তাকওয়ার শর্ত প্রয়োগ করা হইবে। উক্ত উদ্দেশ্যে আমি 'আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী' পর্যন্ত এক কোটি টাকা সংগ্রহ করার জন্য তাহ্‌রীক করিতেছি।

হুজুর বলেন, আমার ওয়াদার পরিমাণ উক্ত তাহ্‌রীকে দশ হাজার টাকা ছিল যাহা আমি পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলাম। এখন আমি উহাকে একলক্ষ করিলাম। ইনশাআল্লাহুল-আযিয, চার বৎসরে পুর্ণ টাকা প্রতিশোধ হইয়া যাইবে। হুজুর বলেন, যদি আমরা এক এক লক্ষ টাকা দানকারী ৮০ জন ব্যক্তি পাইয়া যাই, তাহা হইলে ইনশাআল্লাহতায়ালা আসানী হইয়া যাইবে। কিন্তু এই খাতে পরিশোধ করার ব্যাপারে জলদি করিতে হইবে। কেননা এই স্কীমটিকে শতবার্ষিকী জুবিলীর অংশ হিসাবে উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যাহাতে আমরা যখন শত বার্ষিকী পুর্তি উদ্‌যাপন করিব তখন সেই উৎসব-আনন্দে ঐসকল গৃহহীন লোকও যেন শামিল হইতে পারেন যাহাদের নিকট ঐ বৎসর আমরা গৃহের চাবি হস্তান্তর করিব।

হুজুর বলেন, এক কোটি টাকার বর্তমানকালে বেশী কিছু মূল্য নাই এবং এই লক্ষ্যমাত্রার উর্ধেও যদি অর্থ সংগ্রহ হয় তাহা হইলেও ঠিক আছে। কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রাটি নির্ধারণে একটি রোইয়ার দখল আছে যাহা সাহেবজাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব (নাযেরে আ'লা, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া) বিগত বৎসর যখন আমি স্কীমটি ঘোষণা করিয়াছিলাম তখন দেখিয়াছিলেন। তিনি (স্বপ্নে) দেখেন যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) একটি নবনির্মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গরীবানা গৃহে উপবিষ্ট আছেন এবং বলিতেছেন "এক কোটি"। ইহার তাবির আমি ইহাই করিয়াছি যে, গরীবদের জন্য গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে আমরা যেন ন্যূনকল্পে এক কোটি টাকা ব্যয় করি। ইহার দ্বিতীয় তাবির ইহাও হইতে পারে যে গরীবদের জন্য যেন এক কোটি সংখ্যক গৃহ নির্মাণ করা হয়। এবং আমি আশা রাখি যে, যখন পরবর্তী একশত বৎসরের পুর্তি উদযাপিত হইবে, তখন এ কথাটিও পুর্ণতা লাভ করিবে,ইনশাআল্লাহ।

হুজুর বলেন, যে সকল বন্ধু ইহাতে অংশগ্রহণে অপারগ, তাহারা নিজেদের দোওয়ার দ্বারা সাহায্য করুন। এক লক্ষ টাকারও অধিক দানের জন্য কোন উর্ধতম মাত্রা নির্ধারিত নাই এবং কমপক্ষের জন্যও কোন নিম্নতম মাত্রা নির্ধারিত নাই। যদি কোন বন্ধু চার আনা পয়সা দান করিয়াও সওয়াবে অংশ গ্রহণ করিতে চান, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করা হইবে।

হুজুর বলেন, বস্তুতঃপক্ষে সমগ্র বিশ্বে মানবজাতির খেদমত করার বা জনহিতকর সেবাকার্য সাধনের সর্বাপেক্ষা গুরু কর্তব্য ভার ন্যাস্ত হয় মুসলমানদের উপর, কেননা গরীবদের খেদমত ও সাহায্য করার বিষয়ে যতখানি তকিদ ও গুরুত্বারোপ ইসলাম করিয়াছে, ততখানি অন্য কোন ধর্ম করে নাই। কিন্তু কার্যতঃ দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানরাই গরীবদের খেদমত ও সেবাকার্যে সর্বাপেক্ষা কম অংশ গ্রহণ করিতেছে। খৃষ্টধর্মের নামে গরীব ও অভাবীদের খেদমত বা সেবামুলক যে সকল ব্যবস্থা কায়েম আছে সেগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিলে মনে ভীষণ আঘাত লাগে, এজন্য যে এই কাজ

তাহারা পালন করিল যাহাদের উপর আল্লাহতায়ালা কোন এক সময়ে এ কাজের অতি সামন্য দায়িত্ব ন্যাস্ত করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের উপর হইতে সেই দায়িত্ব পরে প্রত্যাহারও করা হইয়াছিল, কিন্তু যাহাদের উপর এই দায়িত্বভার ন্যাস্ত ছিল তাহারা খোদাতায়ালার চাকুরীতে থাকা সত্বেও নিজেদের কর্তব্য পালনে উদাসীন।

হুজুর অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলেন, খোদা করুন যেন আমরা খেদমতে-খালকের ময়দানে প্রতিটি ধর্মের তুলনায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকা সর্বাপেক্ষা উচ্চে স্থাপনকারী সাব্যস্ত হই। ইহাই আমাদের দোওয়া, এবং এলক্ষেই আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ইহার তওফিক দান করুন। (আমীন)। (আল-ফজল, ১৩ই নভেম্বর ১৯৮৩ইং)

অনুবাদঃ **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**


আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্ণিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

**প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ**

পরিবেশক ঃ—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ ফোন ঃ ২৫৯০২৪

# সারগর্ভ ভাষণ

## সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে ( আইঃ )

**ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হইল জামাতে আহমদীয়ার রুহানিয়ত।**

**বিশ্বচরাচরে চূড়ান্ত ফয়সালা কোন দলিল-প্রমাণের পরিবর্তে বা-খোদা লোকদের আমলী নমুনার ভিত্তিতে সাধিত হইবে।**

**সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উচিত, সকল জামাতে 'তায়াল্লুক বিল্লাহ' (—আল্লাহর সহিত নিবিড় সম্পর্ক) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অভিযান চালানো।"**

**দূরপ্রাচ্যের সফর হইতে সাফল্যপুর্ণ প্রত্যাগমন উপলক্ষ্যে হুজুরের সম্মানে সদর আঞ্জুমানে-আহমদীয়ার পক্ষ হইতে আয়োজিত সম্বর্ধনা-সভায় সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে ( আইঃ )-এর সারগর্ভ ভাষণ ঃ**

রাবওয়া, ১০ই নবুয়ত/নভেম্বর—তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর দূরপ্রাচ্যের ( অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি, সিঙ্গাপুর ও শ্রীলঙ্কা ) সফরের কামিয়াবীর জন্য আল্লাহ্তায়ালার শুকরিয়া আদায় করিয়া বলেন যে, যদি আল্লাহতায়ালার ফজল না হইত তাহা হইলে কোন সফলতালাভের প্রশ্নই উঠিত না! হুজুর তাঁহার ভাষণে বেশীর ভাগ সিঙ্গাপুরে তাঁহার অবস্থানের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করেন। হুজুর বলেন, এই দেশটিতে কাজের প্রকার-প্রকৃতি অপর তিনটি দেশের তুলনায় ভিন্নতর ছিল। এখানে জনসাধারণের সহিত যোগাযোগের কোন প্রোগ্রাম ছিল না, বরং জামাতের তরবিয়ত এবং এই অঞ্চলে আয়েন্দার জন্য কার্যক্রম ও পরিকল্পনা প্রণয়নই ছিল কর্মসুচীর অন্তর্গত। এখানে স্থানীয় জামাত ব্যতীত ইণ্ডোনেশীয়া ও মালায়শিয়া হইতে আগত প্রতিনিধি দলের সহিত মিলিত হওয়ার সুযোগ ঘটে, তাহাদের মজলিসে-শুরার আয়োজন করা হয়, বিভন্ন অঞ্চলের অবস্থাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের সহিত বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং এরূপ তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়, যাহা এখানে ( কেন্দ্রে ) বসিয়া কোন অবস্থাতেই জানা সম্ভব হইত না।

হুজুর বলেন, এখানে আমি অনুভব করিয়াছি যে, ইণ্ডোনেশিয়ান জাতির মধ্যে রুহানীয়তের গভীর চেতনা বোধ ও মৌলিকগুণ রহিয়াছে, গভীর মহব্বতের জযবা তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে চীনাদের মধ্যে জড়বাদীতার প্রবণতা খুবই প্রবল, এবং সেই কারণে মুসলমান ও চীনা জাতির মধ্যে দূরত্বও অনেক বেশী। সিঙ্গাপুরে যে সকল চীনা অধিবাসী আছেন তাহাদের মধ্যে বাস্তবাদিতার কারণ বশতঃ অস্থিরতা ও মানসিক অশান্তি খুবই বেশী। এখানে নিরাপত্তার অভাব জনিত গভীর অনুভূতি বিরাজ করিতেছে। নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা

খুবই সাধারণ ব্যাপার হইয়া দঁড়াইয়াছে। বহুল সংখ্যায় বিদেশী পর্যটকদের আনা-গোনার কারণে এস্থানটি চরিত্রহানিকর কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। গোড়ার দিকে এখানকার লোকজন ইহাকে ভালই মনে করিয়াছিল কিন্তু এখন ইহার কুফল ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রকাশ্যে অশান্তি ও অস্বস্তি অনুভূত হইতেছে। সুতরাং এক দিকে রুহানীয়তের উপাদান বিদ্যমান, এবং অপরদিকে জড়বাদীতা ও বস্তুপূজার কুফলসমূহ প্রকট। হুজুর বলেন, আমি আশান্বিত যে জামাত আহমদীয়ার রুহানিয়তের উপাদানে যদি অধিকতর উন্মেষ ও দীপ্তি ঘটে, তাহা হইলে ইসলামের প্রাধান্য-বিস্তারের লক্ষ্যে ইহা জামাত আহমদীয়ার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সাব্যস্ত হইবে। হুজুর বলেন, এই উপাদান বা গুণটি সেখানে বিদ্যমান এবং অধিকতর দীপ্তি লাভের জন্য উদ্যত ও উন্মুখ। সুতরাং সামান্য কিছুটা সংযোগ স্থাপনেই সেখানকার আহমদী পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এই ক্ষেত্রে প্রকাশ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, আহমদীয়াতের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা জাগিয়া উঠে। ইহাতে আমি বড়ই সাহাস ও উদ্যম বোধ করিয়াছি—ইহা বেশ উর্বর ভুমি, অবশ্য-অবশ্যই ফলোৎপাদন করিবে।

হুজুর বলেন, সিঙ্গাপুরের আহমদী পুরুষ ও মহিলাগণ ব্যতীত যুবকদের মধ্যেও আমি দ্রুত প্রকাশমান আনন্দদায়ক পরিবর্তন সমূহ অনুভব করিয়াছি। যখন যুবকদের সহিত প্রথম বারের মত মিলিত হইলাম, তখন তাদের চোখে-মুখে যথেষ্ট অপরিচয় সুলভ ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল, কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই এই অবস্থাটি আশিক ও প্রেমিকসুলভ রূপ পরিগ্রহ করে এবং এরূপ বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে যাহা বর্ণনায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাহাদের ইবাদত হইতে এখলাস ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার এক অভিনব রঙ ও রূপ পরিষ্কার বোঝা যাইতেছিল।

হুজুর বলেন, সেখানকার আহমদীদের রুহানীয়ত দীপ্তি লাভ করিয়া চলিয়াছে কিন্তু এই অমুল্য পবিত্র শক্তিটিকে কোন না কোন ভাবে ( ইসলামের বৃহত্তর খেদমতের লক্ষ্যে ) কাজে লাগাইতে হইবে। এই দিক হইতে সেখানে অনেক সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেখানকার মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সহিত সবিস্তারে আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে, যদি একটি পথ রুদ্ধ হয় তাহা হইলে কিরূপে সামনে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং যখন কথার তাৎপর্য তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিয়াছে তখন তাহাদের চোখে দীপ্তি খেলিয়া গিয়াছে—মনে হইতেছিল যেন এরাদা আমলে রূপায়িত হওয়ার জন্য উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। এ প্রসঙ্গে লাজনা তো কাজ আরম্ভও করিয়া দিয়াছে। খোদ্দামদের উদ্যোগ উন্মুখ অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে লাজনার তুলনায় তাহারা পিছাইয়া থাকিবে না।

হুজুর বলেন, সিঙ্গপুরে ইহা দেখিয়া আমি দুঃখীত ও স্তম্ভিত হইলাম যে সেখানকার আহমদী ও গয়র-আহমদী মুসলমানদের কেহই সেখানের চীনা অধিবাসীদের প্রতি মনোযোগ দেন নাই, অথচ খৃষ্টানরা তাহাদিগকে নিজেদের ধর্মে দীক্ষিত করিতে সর্বাত্মক চেষ্টা প্রয়োগ

করিয়াছে। জামাত আহমদীয়াকে যদিও গয়র আহমদী মুসলমানদের মধ্যে কাজ করিবার পথে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয় এবং এখন তো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জামাতে আহমদীয়ার বিরোধিতা বড়ই সাংগঠনিক উপায়ে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু সেখানকার আহমদীরা দেখিলেন না যে চীনা জাতির ময়দান খালি পড়িয়া আছে। এ জাতিটি মানসিক শান্তি ও স্বস্তি লাভের জন্য মার্শল আর্টস এবং কাল্‌চারের নামে অর্থহীন বিষয়াদিতে জড়াইয়া পড়িয়াছে। অশান্তি ও অস্থিরতা তাহাদের জীবনে প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার প্রতিকার ও চিকিৎসা হইল ইসলামের রুহানিয়ত। ইহার জন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নাই, আল্লাহতায়ালার প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। দুনিয়াতে শান্তি ও স্বস্তি লাভের উপায় হইল দুনিয়াকে নিজেদের স্রষ্টার দিকে আনয়ন এবং বিজাতিদের সহিত রুহানিয়তের দ্বারা সংযোগ স্থাপন করা।

হুজুর বলেন, আমি অনুভব করিয়াছি যে দুনিয়াকে ইহাই ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করিবে। নিজেদের আমলী নমুনার দ্বারা জানাইতে ও বোঝাইতে হইবে যে, অমুক ব্যক্তি খোদা-যুক্ত; দুনিয়ার সাধারণ মানুষ এবং ঐ ব্যক্তির মধ্যে এই পার্থক্য।

হুজুর বলেন, আমার সমগ্র সফরের লব্ধ সারবস্তু এই যে দুনিয়া যেহেতু বস্তুবাদিতার দিকে দ্রুত ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, সেইজন্যই আমাদের সহিত মোকাবিলার ক্ষেত্র সংকোচিত হইয়া চলিয়াছে। এখন দুনিয়ার সহিত আমাদের মোকাবিলা কোন দলিলের উপর হইবে না, বরং এ কথার উপর হইবে যে খোদার অস্তিত্ব আছে কি নাই--একজন খোদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং একজন খোদা বিহীন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যটা কি? ইহাই সেই রণ-ক্ষেত্র বিশেষ, যেখানে আসিয়া সব কথার চূড়ান্ত ফয়সালা সাধিত হইবে।

হুজুর বলেন, সাম্প্রতিক সফরকালে আমি অনুভব করিতে পারিয়াছি যে, এসব অঞ্চলের আহমদীদের মধ্যে রুহানীয়ত বিদ্যমান আছে। শুধু উহাকে একটু আলোড়ন দানের প্রয়োজন। তারপর আশা এই যে, ইহার দিকে অসাধারণ মনোযোগ ও চেতনাবোধ জাগরুক হইবে। হুজুর বলেন, শুধু চীনা জাতিই নয় বরং এতদঞ্চলের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগকেও রুহানীয়তের দ্বারা ইসলামে আনয়ন করা যাইতে পারে। এবং ইহা দেখিয়া আমি আশ্চার্য বোধ করিয়াছি যে এই সকল বৌদ্ধরা আত্মিক দিক হইতে ইসলামের অধিক নিকটে, কিন্তু তাহাদিগকে কমুনিজমের কবল হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে খৃষ্টধর্মের দিকে আনয়ন করা হইতেছে। অন্যথা, ইহারা ইসলাম গ্রহণে শীঘ্র রত হইতে পারে।

হুজুর 'তায়াল্লুক বিল্লাহ্' (--- আল্লাহর সহিত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন) বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে সিঙ্গাপুর ব্যতীত অষ্ট্রেলিয়া সফরকালীন কয়েকটি অত্যন্ত ঈমানবর্ধক ঘটনাও শোনান। হুজুর বলেন, একজন যুবক প্রশ্ন করিলেন যে, মো'জেযা বলিতে সত্যিই কোনকিছু আছে কি? এই যুবক এবং তাহার দুইজন ভাই অর্থাৎ এই তিনজনই অষ্ট্রেলিয়ায় আসার পর হইতে বেকারত্বে ভুগিতেছিল এবং তাহাদের কাহারও কর্মসংস্থানের কোন সম্ভবনাও দেখা যাইতেছিল না। তাহারা অত্যন্ত পেরেশান ছিল এবং নৈরাশ্যের শিকার হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদিগকে মো'জেযার

তাৎপর্য ও স্বরূপ এবং আল্লাহতায়লার কুদরত ও পরাক্রম সুলভ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলাম এবং তাহাদিগকে আল্লাহতায়ালার উপর তাওয়াক্কুল করার ও আস্থাশীল হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করিলাম।

উক্ত আলোচনার কয়েকদিন পরেই—যেখানে একজনের জন্যও চাকুরী পাওয়া যাইতেছিল না, এখন তিন জনই অপ্রত্যাশিতরূপে কাজ পাইয়া গেল। ইহাতে তিনজনই অত্যন্ত প্রভাবান্বিত ও আবিভূত হন।

অনুরূপ আরও একটি ঈমানবর্ধক ঘটনা বর্ণনা করিয়া হুজুর (আইঃ) বলেন, যে সকল আহমদী খেলাফতে আহমদীয়ার সহিত এখলাসপুর্ণ সম্পর্ক কায়েম রাখেন—যদি উহা সত্যিকার এখলাস হয়, আল্লাহতায়ালা তাহাদের জন্য ঈমানবর্ধন মুলক ঘটনাবলীর সুযোগ নিজে উদ্ভাবন করিতে থাকেন। হুজুর পশ্চিম জার্মানীর একজন পাকিস্তানী যুবক এবং জার্মানীতে বসবাসরত একজন আমেরিকান আহমদী মহিলার কথাও উল্লেখ করিয়া বলেন যে আল্লাহতায়ালা দোওয়া কবুলিয়তের ফল শ্রুতিস্বরূপ তাহাদিগকে কিরূপে অলৌকিকভাবে স্বীয় ফজল ও অনুগ্রহে ভুষিত করেন। হুজুর বলেন, এই ধরণের বিপুল সংখ্যক ঘটনা আহমদীদের জীবনে ঘটিতে থাকে এবং দৈনিকই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আহমদীগণ শত শত সংখ্যায় তাঁহাদের প্রেরিত পত্রে অনুরূপ ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া থাকেন—যেসব পত্র দৈনিক ডাকযোগে আমি পাইয়া থাকি। এই সকল ঘটনা দৃষ্টে আল্লাহতায়ালার এহ্‌সান ও কৃপা ব্যতীত অন্য কোনকিছুর দিকে সেগুলিকে আরোপ করার লেশমাত্র সম্ভাবনা থাকিয়া যায় না।

হুজুর বলেন, আহমদীয়াত একটি জীবন্ত ও ধ্রুব সত্য। এই যুগের মানুষের উপর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এত বড় এহসান যে দুনিয়া পরবর্তীকালে কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই সকল কথা স্মরণ করিবে এবং আক্ষেপের সহিত বলিবে যে তাহারা এত বড় কল্যাণকারী সুসংবাদদাতাকে কেনই বা গাল-মন্দ দিয়া বেড়াইতো !!

হুজুর বলেন, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উচিত সকল জামাতে 'তয়াল্লুক বিল্লাহ' প্রতিষ্ঠার অভিযান চালান। আমাদের বহু আহমদী পুরুষ ও মহিলা জানেনই না যে কত পরাক্রমশালী খোদার সহিত তাহাদের সম্পর্ক! সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উচিত প্রতিটি আহমদীকে খোদাযুক্ত ও চৈতন্য সম্পন্ন করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হওয়া। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ইহার তওফিক দিন। (আমীন)।

(আল-ফজল, ১৫ই নভেম্বর ১৯৮৩ ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

---

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পুর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।"

(আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্‌দী আঃ)

# পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান

( পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬ )

## ( গ ) যুক্তি-ভিত্তিক কয়েকটি প্রমাণ :

খোদাতায়ালার অস্তিত্বের সত্যতার সমর্থনে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে কয়েকটি যুক্তি-ভিত্তিক প্রমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো।

**(১) বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক ঃ** মৌলিকভাবে এই বিশ্ব-জগত এবং উহার অন্তর্নিহিত সকল বস্তু ও উপকরণ সমূহের পাশ্চাতে যে শক্তি এবং সত্ত্বা ক্রিয়াশীল, তিনিই আল্লাহ। যদি এককভাবে সকল প্রশংসার অধিকারী হওয়ার কেউ দাবী করতে পারেন তবে তিনিই আল্লাহ। ( সুরা ফাতেহা )। যদি এরূপ মহাশক্তিশালী এবং সর্বজ্ঞানী খোদা না থাকতেন তা'হলে কে এই বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টি কিভাবে চলছে এবং কেন চলছে? একজন লেখক ছাড়া একখানি সুবিন্যস্ত 'অভিধান' ( Dictionary ) রচিত হতে পারে কি? যদি তা সম্ভব না হয় তা'হলে কোটি কোটি সুক্ষ্ম-তত্ব এবং তথ্যসম্বলিত এই প্রকৃতি-জগত এবং মানব-জীবনের রচনাকারী নিশ্চয়ই আছেন যাঁর নাম মহান আল্লাহ।

**(২) সর্ববাদী এবং সর্বকালীন স্বীকৃতি ঃ** প্রাচীণ কাল হতে পৃথিবীর সকল জাতিই কোন না কোন নামে স্রষ্টার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে আসছে ( যদিও নানা কারণে এক খোদার অস্তিত্বের মৌল বিশ্বাস বিকৃত হয়েছে এবং সেই বিকৃতির হাত হতে উদ্ধারের পালাও একটার পর একটা চলে আসছে। পবিত্র কুরআন তাই ঘোষণা করেছে যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই আল্লাহ রসুল প্রেরণ করেছেন ( সুরা নহল ঃ ৫ম রুকু )। যুগে যুগে সমাগত নবী-রসুলগণ এক খোদার কথা কেন বলেছেন এবং কেন তাঁরা তাঁদের যুগে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন?

**(৩) পরস্পর নির্ভরশীলতা ঃ** সারা বিশ্বে সবকিছুই পরস্পর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার শৃংখলের পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন অস্তিত্ব রয়েছে যিনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ, স্বয়ম্ভু, পূর্ণরূপে এক এবং অদ্বিতীয় সত্বা ( সুরা এখলাস )।

**(৪) আইন শৃংঙ্খলার অবস্থিতি ঃ** অণু-পরমানু হতে শুরু করে গ্যালাকসীসমূহ পর্যন্ত সকল সৃষ্টি-জগত নিজ নিজ কার্য সুশৃংখলভাবে করে যাচ্ছে, কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নাই ( সুরা মূলক ঃ ১ম রুকু )। এই সুশৃংঙ্খলতার পশ্চাতে মহা-পরিকল্পনাকারী এবং মহা পরিচালনাকারী খোদা রয়েছেন। ( সুরা ইয়াসীন—৪১ )

**(৫) কার্য কারণ সম্পর্ক ঃ** চলমান বিশ্ব-জগতে যে চালিকা শক্তি রয়েছে, তার আদি উৎস কোথায়? মধ্যাকর্ষণ, চুম্বকত্ব-বিদ্যুৎ, দুর্বল পরমানু শক্তি এবং শক্তিশালী পরমানু শক্তি—এই শক্তি চতুষ্টয় সম্বন্ধে যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা গবেষনা করেছেন, আইনষ্টাইনও এগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং সাম্প্রতিক কালে নোবেল

পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসার আব্দুস সালাম এগুলীর আন্ত-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার ফলে বিশ্ব-সৃষ্টির অন্তর্নিহিত এক মহাশক্তি তথা এক স্রষ্টার অস্তিত্বের সত্যতা সপ্রমাণিত হয়েছে। কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

—"নিশ্চয় সকল বস্তুর উপর আল্লাহর শক্তি বিরাজমান।" (সুরা বাকারা ঃ ২৮৭)

—"নিশ্চয়ই তোমার রব্বের নিকট সকলের শেষ পরিণাম।" (সুরা নজম ঃ ৪৩)

যুক্তিবাদীগণের জন্য এই বিষয়ে অনেক চিন্তার সামগ্রী রয়েছে। বুদ্ধি-জ্ঞানের সঙ্গে প্রার্থনার মিলন ঘটাবার চেষ্টা করুন—খোদাকে জানতে পারবেন।

**(৬) বিবেক এবং বিচারবোধ ঃ** মানুষের বিবেকে ভাল ও মন্দের বোধশক্তি এবং অনুভুতির উৎস কি? পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো ঃ "তিনি (আল্লাহ) আত্মার প্রতি ইলহাম করেছেন ভাল ও মন্দ বিষয় সমুহ সম্বন্ধে।" (সুরা শামস)।

তাই চোরকে চোর বল্লে সে খুশী হয় না। মানুষ দোষ করে, আবার অনুতপ্ত হয়, এবং অনুতপ্ত হৃদয় খোদার পথে ধাবিত হয় (সুরা কিয়ামাহ—৩ ঃ)। কম্পুটার বা কোন যন্ত্র তো অনুতপ্ত হয় না। তাই মানুষ হলো এমন একটি প্রানী যে, বিধাতাকে মানতে চায়, মানুষ কম্পুটার বা কৃত্রিম যন্ত্র বিশেষ নয়।

আল্লাহ বলেন ঃ "মানুষকে আল্লাহর স্বভাবের উপর পয়দা করা হইয়াছে।" (সুরা রূম ঃ ৩১) মানবহৃদয়ে বিরাজমান আল্লাহর প্রতি সহজাত প্রেমাবেগ সেই পরম পরাৎপর সত্ত্বার পরিচয় বহন করেছে।

**(৭) উপযোগী ব্যবস্থা ঃ** মানুষ হতে সকল পশু-পাখীর দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়নের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটিকে আল্লাহতা'লা উহার অবস্থা, চলাচল এবং জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। মিশরের বাদশা ফেরাউনের কাছে খোদাতা'লার পরিচয় দিতে গিয়ে মুসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ "আমাদের রাব্ব হইলেন তিনি—যিনি প্রত্যেক জিনিসকে উহার জন্য যথোপযুক্ত আকার দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তারপর উহাকে উহার অভীষ্ট উন্নতি লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।" (সুরা তা-হাঃ ৫১) যথাস্থানে যথা-বস্তু ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থার অবস্থিতি মহাপরিকল্পনাকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী 'রাব্ব' তথা স্রষ্টা, প্রতিপালক ও পর্যায়ক্রমিক উন্নতি দাতা খোদাতায়ালার অস্তিত্বের পরিচয় বহণ করছে না কি? মহাকাশের মহা-বিস্তৃতিতে, মহা সমুদ্রের অতল তলে, প্রাণী-জগতের পরতে পরতে, বস্তু-জগতের অনু-পরমানুতে—কোন পরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে? কারণ এই মহা-কীর্তিসমুহ যুগযুগান্ত ধরে প্রবাহমান?

## (ঘ) আত্মার শান্তি এবং বিশ্বাসের নিশ্চয়তা ঃ

বস্তুতঃপক্ষে পবিত্র কুরআনের পাতায় পাতায় 'ইলমুল একীন' বা যুক্তিমুলক জ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, চিন্তাশীল মানুষ এবং বুদ্ধিমান জাতিকে খোদাতা'লার নিদর্শন সমুহ হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। অনুরুপভাবে খোদাপ্রাপ্ত নবী-রসুলগণের জীবনের ঘটনাবলী হতে নবী-রসুলগণের সত্যতা এবং খোদার সত্যতা সম্বন্ধে পর্যবেক্ষকমুলক

বিশ্বাস ( আইনুল একীন ) লাভের জন্য পবিত্র কুরআনে বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে—যেগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তৃতীয়তঃ পবিত্র কুরআন এই শিক্ষা দিয়েছে যে আল্লাহর কথা অফুন্ত ( সুরা কাহাফ ঃ ১১০, সুরা লুকমান ঃ ২৮ ) এবং সৃষ্টি-জগৎ ও উহার অন্তর্নিহিত রহস্য সীমাহীনভাবে পরিব্যপ্ত ( সুরা যারিয়াত ঃ ৪৮, সুরা নহল ঃ ১৯ )। তাই আল্লাহতায়ালার পরিচয়ের বার্তাবাহী ঐশীবাণীর কল্যাণ ধারা চির প্রবহমান। তবে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে যে ঐশীবাণী মানব-জাতির হেদায়েতের জন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ( সাঃ )-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে সেই বাণীর বিরুদ্ধে অথবা মোকাম ও মর্যাদায় সেই বাণীকে অতিক্রম করে এমন কোন ঐশীবাণীর পথ উন্মুক্ত রাখা হয় নাই। এতদ্ব্যতীত, অহী-ইলহামসহ ফেরেস্তার অবতরণের দরজা উন্মুক্ত রয়েছে—তাই সাহাবীগণের মধ্যে অনেকেই অহী-ইলহাম পেয়েছেন, খোলাফায়ে-রাশেদা ( রাঃ ) অহী ইলহাম পেয়েছেন, যুগে যুগে আবির্ভূত আল্লাহর অলিগণ, মোজাদ্দিদগণ অহী-ইলহাম লাভ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতা'লা বলেন ঃ "বিনীত প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে তখন আমি উত্তর দিয়া থাকি। অতএব তাহারা যাহাতে সত্য পথে চলিতে হতে পারে সেই জন্য তাহাদের উচিত আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।" ( সুরা বাকারা ঃ ১৮৭ )। আল্লাহতা'লার অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ এটাই যে, তিনি অন্বেষণ কারীকে তাঁর বাণী দ্বারা সম্মানিত করেন। খোদাতা'লার সঙ্গে ইহজীবনে মানুষ কিভাবে যোগাযোগ করতে পারে সে সম্বন্ধে আল্লাহ-তায়ালা পবিত্র কুরআনেই বলে দিয়েছেনঃ ( ১ ) ফেরেস্তার মাধ্যমে প্রাপ্ত সত্য স্বপ্ন ও কাশফ ( ২ ) উচ্চারিত শব্দ তথা ইলহামের মাধ্যমে এবং ( ৩ ) কোন রূপধারী আগত ফেরেস্তার মাধ্যমে ( সূরা আল-শুরা ৫২ দ্রষ্টব্য )। এই মাধ্যমগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতা, নবী-রসুল এবং সত্যানু-রাগীগণের জীবনের ঘটনাবলী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্য। খোদাকে অন্বেষণকারী উন্মুক্ত হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট নিবেদন এই যে, সত্যিকার অর্থে নির্দেশিত পথে খোদাকে লাভ করেই খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করার মধ্যে আত্মার শান্তি ( সুরা ফজরঃ ২৮ ঃ ২৯ ) এবং বিশ্বাসের নিশ্চয়তা নিহিত—এককভাবে আর কোথাও এই পথ ও পন্থার কোন ব্যবস্থা নেই। (ক্রমশঃ)

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

---

## জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ আঃ আহমদীয়ার অধীনস্থ সকল আঞ্জুমান সমূহের মোহ্‌তারম আমীর/প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারী মাল সাহেবানদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর জামাতের আর্থিক বৎসরের (১৯৮৩—৮৪ ) ছয়মাস অতিবাহিত হইতে যাইতেছে, অথচ জামাতসমূহ হইতে আনুপাতিক হারে চাঁদা উসুল করিয়া অত্র দপ্তরে প্রেরণ করা হয় নাই।

তাই বন্ধুগণকে লাজেমী চাঁদাসমূহ উসুলীর ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

উসুলকৃত চাঁদা "বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া'র অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট করিয়া পাঠাইবেন।

আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। ওয়াস্‌সালাম। খাকসার

( এ, কে, রেজাউল করিম )
সেক্রেটারী, ফাইনান্স, বাঃ আঃ আঃ।

# আসন্ন সালানা জলসা ও হুজুর (আইঃ)-এর তাজা ইরশাদ

জামাত আহমদীয়ার ৯১তম আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় সালানা জলসা আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসম্বর ১৯৮৩ ইং রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্। এই প্রসঙ্গে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মযীহ রাবে' (আইঃ) ৪ঠা নভেম্বর ৮৩ইং রাবওয়া—মসজিদে আকসায় জুময়ার খোৎবা প্রদান করিয়া বলেন: "আমি এই সম্ভাবনা অনুভব করিতেছি যে, আসন্ন জলসায় মেহমান যদি অধিক সংখ্যায় আসেন তাহা হইলে বর্তমান ব্যবস্থাপনা অপর্যাপ্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। এমতাবস্থায় আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত—প্রতিটি গৃহে কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। সতর্কতামুলকভাবে প্রস্তুত থাকা উচিত—যদি তাঁহাদিগকে বলা হয় যে তিন বা চার বেলার খাবার নিজেদের মেহমান-দিগকে অপনাদেরই দিতে হইবে, তাহা হইলে ইহার জন্য রেশন পুর্ব হইতে প্রস্তুত রাখুন এবং কিরূপে রুটি তৈরী করা হইবে উহার সিষ্টেম ও ব্যবস্থা-প্রণালীও ঠিক করিয়া রাখুন। এহেন পরিস্থিতিতে মেহমানদিগকেও (ব্যবস্থাপনায়) শামিল করা যাইতে পারে। ইহাতে কোন মর্যাদাহানি ঘটে না।

সুতরাং অভ্যাগতরাও ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসুন—যদি কোন গৃহে খেদমতের প্রয়োজন হয়—রুটি প্রস্তুত করার, তরকারী রাঁধার, হাড়ি-বাসুন ধোয়ার ব্যাপারে--তাহা হইলে তাহারা উহা সম্মিলিত ভাবে সারিয়া লইবেন।"

"সর্বশেষ কথাটি যাহা আমি বলিতে চাই এবং যাহা আমি সর্বদাই বলিতে থাকিব, তাহা হইল দোওয়া করার বিষয়—দোওয়ার মাধ্যমে সাহায্য কামনা করুন।

এমনও বহু কঠিন পরিস্থিতি ও সঙ্কটপুর্ণ মুহূর্ত আছে যেগুলির উপর যত ইচ্ছা পরিকল্পনা গ্রহণ করুন না কেন, যত ইচ্ছা সবিস্তারে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা-ভাবনা করুন না কেন—সেগুলি আপনাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। এইগুলি হইল সহসা উদ্ভাবিত ঘটনাবলী - যে দৈব ঘটনাগুলি জগতের দৈনন্দিন জীবনের অংশবিশেষ। দোওয়া আপনাদের নিত্যনৈমত্তিক পরিকল্পনাগুলিতেও বরকত দান করে; এই সকল আকস্মিক ও দৈব ঘটনার অনিষ্ট ও অকল্যাণ হইতেও আপনা-দিগকে নিরাপদ রাখে, আপনাদের সাহস ও উদ্যমকেও বাড়ায়, আপনাদের শক্তি ও সামর্থকেও সম্প্রসারিত করে এবং আপনাদের চেষ্টা-প্রয়াসকেও ফলপ্রসু করিয়া তুলে। সেজন্য এখন হইতেই খাসভাবে সালানা জলসার অসাধারণ সাফল্যের জন্য দোওয়া শুরু করিয়া দিন। আল্লাহতায়ালা সকল দিক হইতে হাফেজ ও নাসের হউন এবং উচ্চ পর্যায়ের পবিত্রতাপুর্ণ ইসলামী ভ্রতৃত্বের পরিমণ্ডলে আমাদিগকে আগত মেহমানদের উত্তম ও উৎকৃষ্ট উপায়ে খেদমত করার তওফিক দিন।" (৪ঠ নভেম্বর ৮৩ ইং তারিখে প্রদত্ত জুময়ার খোৎবার উদ্ধৃতি বিশেষ: দৈনিক আল-ফজল, ২৩ ও ২৪শে নভেম্বর ১৯৮৩ ইং)

অনুবাদ: **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

# খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মতৎপরতা

## ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খেদমতে-খল্‌ক ঃ

সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে ভাদুঘর জামাতের কয়েকটি আহমদী পরিবার মোখালেফাত জনিত কারণে খাওয়ার পানি সংগ্রহে অসুবিধার সম্মুখীন হন। এই প্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া উক্ত কয়েক ঘর আহমদী পরিবারকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহর থেকে নিয়মিতভাবে খাওয়ার পানি সরবরাহ করে আসছে। জাযাহুমুল্লাহু-তায়ালা।

খেদমতে খালকের এই কার্যক্রমের কল্যাণকর প্রভাবের ফলে স্থানীয় জনমনে আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলাম সম্বন্ধে জানার গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহে।

## দাতব্য চিকিৎসালয় ঃ

গত ৯ই ডিসেম্বর '৮৩ মীরপুর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে মীর পুরে একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করা হয়।

অনুরূপভাবে খুলনা মজলিসে প্রতিমাসে প্রায় আড়াই হাজার রোগীকে বিনামুল্যে চিকিৎসা করে খেদমতে খালকের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন।

নাঈম তফভীয,
নাযেম ওয়াকার-ই-আমল, বাঃ মঃ খোঃ আঃ

## ঘাটুরা মজলিসে ওয়াকারে আমল সপ্তাহ পালন ঃ

গত ২৮/১০/৮৩ তারিখে ঘাটুরা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী ওয়াকার-ই-আমল পালন করা হয়। উক্ত সপ্তাহে স্থানীয় মজলিসের খোদ্দামগণ গ্রামের প্রধান কাঁচা সড়ক ও পর্শ্ববর্তী গ্রামের কাঁচা সড়ক সংস্কার করেন। উক্ত মহতী উদ্যোগের ফলে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে অত্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি হয়, এবং সকলেই এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন, আল্লাহতায়ালা তাঁহাদের এই মহৎ উদ্যোগের জন্য জাযায়ে খায়ের দিন (আমীন)

এই সঙ্গে বাংলাদেশের সকল মজলিসের কায়েদ সাহেবানদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারাও যেন অনুরূপভাবে স্ব-স্ব-মজলিসে ওয়াকার-এ-আমাল পালন করেন এবং দায়ী-ইলিল্লাহের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন। ওয়াস্‌সালাম

আব্দুল জলিল, ন্যাশনাল মোতামেদ

---

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সমন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ-তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ পৃঃ ২৯) —**হযরত মসীহ মওউদ আঃ**

# শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান! হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী,, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

# আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
# হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ ( আঃ ) কর্ত্তৃক প্রবর্তিত
# বয়াত ( দীক্ষা ) গ্রহণের দশ শর্ত্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

( ১ ) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক ( খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা ) হইতে পবিত্র থাকিবে।

( ২ ) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না না কেন, তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

( ৩ ) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে ; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে, এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ ( প্রশংসা ) করিবে।

( ৪ ) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায় কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

( ৫ ) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পাশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

( ৬ ) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

( ৭ ) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন যাপন করিবে।

( ৮ ) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

( ৯ ) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

( ১০ ) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের ( অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্ সালামের ) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেস মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয়-সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। ( এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং )

# আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1.1
Phone No 283635
*Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar*